দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

১৪তম বিসিএস ক্যাডারদের পোস্টিং সম্পন্ন

সুনীল ব্যানার্জী ঃ গত দুদিনে চতুর্দশ বিসিএস (স্পেশাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৮৩২ জনকে পোস্টিং দেয়া হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ইতিবাচক পুলিশী তদন্ত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই ১৮৩২ জনকে অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগ দিয়ে পোস্টিং দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা পরিদফতরের পরামর্শ নিয়ে এদেরকে দেশের বিভিন্ন কলেজে প্রভাষক পদে পোস্টিং দিয়েছে। পোস্টিং প্রাপ্তদের চলতি মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে জয়েন করার জন্য বলা হয়েছে।

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

১৪তম বিসিএস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে ঃ গত শনিবার থেকে শিক্ষা পরিষদফতরের উল্লিখিত বিসিএস (স্পেশাল) উত্তীর্ণদের হাতে হাতে পোস্টিং-এর কাগজপত্র দেয়া হচ্ছে। গত দুদিনে প্রায় অর্ধেক প্রার্থী তাদের পোস্টিং-এর কাগজপত্র নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কলেজে প্রভাষক হিসাবে জয়েনও করেছেন। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা এবং এর আশপাশের কয়েকটি কলেজে ৮/১০ জন জয়েন করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়েছে ঃ চতুর্দশ বিসিএস (স্পেশাল) উত্তীর্ণদের যারা শিক্ষা পরিদফতর থেকে পোস্টিং-এর কাগজপত্র নেবেন না তাদের কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠানো হবে। যারা কলেজে পোস্টিং থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

অভিযোগে পাওয়া গেছে যে, সদ্য পাস করা এইসব প্রার্থীদের অনেককে তাদের নিজ এলাকার কলেজে পদ খালি থাকলেও সেইসব কলেজে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পোস্টিং না দিয়ে দূরের প্রার্থীদের পোস্টিং দেয়া হয়েছে। এতে অনেক প্রার্থীর অহেতুক ভোগান্তি বেড়েছে। মহিলা প্রার্থীদের কেউ কেউ এই অব্যবস্থা থেকে রেহাই পাননি। তবুও নতুন চাকরি বলে বেশীর ভাগ প্রার্থী পোস্টিং-এর ভোগান্তি স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন গত জুলাই মাসে চতুর্দশ বিসিএস (স্পেশাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৮৮৭ জনকে চাকরি দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১৮৩২ জনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। বাকী ৫৫ জনের মধ্যে ৫২ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট আসেনি। দুজনের পুলিশী তদন্ত ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট ভালো নয় মন্তব্য করা হয়েছে। এছাড়া, একজনের পুলিশী তদন্ত রিপোর্ট আসেনি।

বিভিন্ন সরকারী কলেজে জরুরী ভিত্তিতে প্রভাষক নিয়োগের জন্য গত বছর চতুর্দশ বিসিএস (স্পেশাল) পরীক্ষা নেয়া হয়। এতে প্রায় ৪০ হাজার প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন।